গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)
আঞ্চলিক কার্যালয়, সপুরা, রাজশাহী
www.bscic.rajshahidiv.gov.bd

শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতিঃ জনাব মোঃ রেজাউল আলম সরকার, আঞ্চলিক পরিচালক (উপসচিব), বিসিক, রাজশাহী
তারিখঃ ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রি.; সময়ঃ সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
স্থানঃ বিসিক আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী এর সম্মেলন কক্ষ।

উপস্থিতিঃ পরিশিষ্ট 'ক' তে দেখানো হলো

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য এবং অংশীজনদের স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। এরপর পরিচয় পর্বে সভায় অংশগ্রহণকারী অতিথিগণ এবং অংশীজন তাঁদের পরিচয় প্রদান করেন। পরিচয় পর্ব শেষে তিনি জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই সভা আয়োজন করা হয়েছে। সভায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ তাঁদের নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

(ক) জনাব মোঃ সাজিদুল ইসলাম, বিশেষজ্ঞ, আঞ্চলিক কার্যালয়, বিসিক, রাজশাহী সকলকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের সময় শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রী থাকাকালীন পূর্ব পাকিস্থানের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং কৃষি নির্ভর দেশকে শিল্প নির্ভর দেশে রুপান্তর করার জন্যে এদেশে ১৯৫৭ সালে ইপসিক (EPSIC) প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীনতার পর তা বিসিক (BSCIC) নামকরণ করা হয়। উদ্যোক্তা তৈরীতে বিসিক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশন অনুসারে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিসিকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তারই অংশ হিসেবে সেবা দাতা এবং সেবা গ্রহীতার মধ্যে মেল বন্ধন অনস্বীকার্য। সুসাশন প্রতিষ্ঠায় অংশীজনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি এ ধরনের সভা আয়োজন করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

(খ) আমন্ত্রিত অতিথি জনাব শাকিলা হোসেন, উপব্যবস্থাপক, প্রশিক্ষণ শাখা, বিসিক, ঢাকা সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, বিসিক একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। নাগরিকগণ যাতে সহজে সেবা পেতে পারে সে বিষয়ে বিসিকের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অঙ্গীকারবদ্ধ। সেবার মান আরও যুগোপযোগী করার জন্য বিসিকের প্রশিক্ষণ শাখা থেকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বিসিকের কি সেবা কিভাবে পাবেন সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। এরপর সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

(গ) আমন্ত্রিত অতিথি জনাব নাজমুল হোসেন, ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত), প্রশাসন বিভাগ, বিসিক, ঢাকা সকলকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে উদ্দেশ্যে বিসিক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিসিক বদ্ধপরিকর। বিসিকের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেগুলো সাথে নিয়েই বিসিক সেবা দিয়ে যাচ্ছে। কাঙ্খিত সেবা না পেলে বিসিকে অভিযোগ দাখিল করার ব্যবস্থা রয়েছে। সেবা গ্রহীতাদের মানসম্মত সবা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন পরামর্শ থাকলে তা লিখিত আকারে জানানোন জন্য অনুরোধ করেন। এরপর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

(ঘ) জনাব মোঃ শামীম হোসেন, উপমহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত), বিসিক জেলা কার্যালয়, রাজশাহী উপস্থিত সকল অতিথি ও অংশীজনদের স্বাগত জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, উদ্যোক্তারাই এ দেশের চালিকা শক্তি। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে উদ্যোক্তারাই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান ৩৭.২০%।

৩০.১১.২৩

চলমান পাতা/০২

২০৪১ সালের মধ্যে এ খাতের অবদান ৫০% উন্নিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে রাজশাহী জেলার পবা উপজেলায় ৫০ একর জমিত ২৮৬টি শিল্প প্লট নিয়ে শিল্পনগরী-২ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজশাহীর উদ্যোক্তারা শিল্পনগরী-২ এ বিনিয়োগ করে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে। এখানে নারীদের জন্য ১০% শিল্প প্লট সংরক্ষিত আছে। অত:পর শিল্পনগরীতে প্লট প্রাপ্তির নিয়ম-কানুন বলে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

(ঙ) অংশীজন জনাব জাফরিন আক্তার তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিসিকের সেবায় তিনি সন্তুষ্ট। তিনি আরও বলেন নারী উদ্যোক্তারা ব্যাংক থেকে সহজে ঋণ পায় না। এজন্য বিসিক কর্মকর্তাদের সার্বিক সহযোগীতা প্রত্যাশা করেন এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বছরে অন্তত ০২ টি আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার কথা ব্যক্ত করেন।

(চ) অংশীজন জনাব নাজমুল হক তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, তাঁর বিসিক শিল্পনগরীতে লাকি বুটিক এন্ড প্রিন্টিং ফ্যাক্টরী নামে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে। তিনি আরও বলেন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিচালিত প্রশিক্ষণে শিল্পনগরীর কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করলে তাঁরা বেশি লাভবান হবেন এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ আরও যুগোপযোগি করার কথা ব্যক্ত করেন।

(ছ) সভাপতি জনাব মোঃ রেজাউল আলম সরকার, আঞ্চলিক পরিচালক (উপসচিব), বিসিক, রাজশাহী সকলকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শিরোনামে ২০১২ সালে মন্ত্রিসভায় অনুমোদন করা হয়। তিনি ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক জীবন, পারিবারিক জীবন এবং কর্মক্ষেত্রে সকল অবস্থায় শুদ্ধাচারের বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি আগত অংশীজনদের অবহিত করেন যে, আঞ্চলিক কার্যালয়সহ প্রতিটি জেলা ও শিল্পনগরী কার্যালয়ে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি লাগানো আছে। তিনি সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানান।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

i. প্রতিটি কার্যালয়ের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদ করতে হবে;
ii. আঞ্চলিক কার্যালয় এবং জেলা কার্যালয়ের ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ করতে হবে;
iii. সেবাবক্সসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে;
iv. সেবাগ্রহীতাদের প্রত্যাশিত সেবা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রদান করতে হবে;
v. শুদ্ধাচার চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে;
vi. মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে;
vii. কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে;
viii. প্রতিমাসে অভিযোগ বাক্স নিয়মিত খুলতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

30.11.23
(মোঃ রেজাউল আলম সরকার)
আঞ্চলিক পরিচালক (উপসচিব)
বিসিক, রাজশাহী।

স্মারক নং-৩৬.০২.০০০০.০২৭.০০.০০১.২২/১৫১৫(৩)

তারিখঃ ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ব.
৩০ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রি.

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

০১। পরিচালক (শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ), বিসিক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। পিএস-টু-চেয়ারম্যান, বিসিক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৩। অফিস কপি।

30.11.23
(মোঃ রেজাউল আলম সরকার)
আঞ্চলিক পরিচালক (উপসচিব)
বিসিক, রাজশাহী।